ফলিত পুষ্টি বার্তা

নভেম্বর ২০২২

অষ্টাদশ সংখ্যা

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

এক নজরে বারটান

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে ‘‘ফলিত পুষ্টি প্রকল্প” নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ ‘‘ফলিত পুষ্টি’ প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাশ হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

বারটানের উন্নয়নে অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত

বারটানের ভবিষ্যত রূপরেখা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজনদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয়েছে অংশীজন সভা। Stakeholder Consultation Workshop on Future Pathway শীর্ষক কর্মশালা। বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো আবদুল ওয়াদুদ (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব,পিপিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সভায় একটি বিস্তারিত উপস্থাপনায় দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে বারটানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। এছাড়া গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন-GAIN এর Large Scale Food Fortification and Value Chain সংক্রান্ত পোর্টফোলিও লিড ড. আশেক মাহফুজ একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হন এফএও এর অ্যাসিস্ট্যান্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. মো: নুর খন্দকার। তিনি বলেন, বারটানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্প্রতি এফএও উপজেলা ও জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বারটানের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হলে বারটানের সঙ্গে আরো অনেক কর্মসূচি করতে পারবে এফএও।

বিশ্বব্যাংকের কৃষি অর্থনীতিবিদ সামিয়া ইয়াসমিন বলেন, বারটান বিশ্বব্যাংকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শাখার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা আয়োজন করতে পারে। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের পার্টনার প্রজেক্টে অংশীজন হিসেবে যোগ হতে পারে বারটান।

CIMMYT-Bangladesh এর পারুপাল্লি ভেংকট লক্ষী ভারাতি বলেন, বারটানের সঙ্গে ইতিমধ্যে কৃষকদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে যাচ্ছে CIMMYT-Bangladesh। ভবিষ্যতে এমন আরো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি।

ইন্টারন্যাশনাল পটেটো সেন্টার (CIP) এর প্রতিনিধি ড. দেবাশীষ চন্দ্র বলেন, বারটান ও ইন্টারন্যাশনাল পটেটো সেন্টার যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আয়োজনে অংশীজন হতে পারে। নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধি গোলজার আহমেদ বলেন, বারটানের গবেষণাগার ব্যবহার করে চাল সহ বিভিন্ন পণ্যের ফর্টিফিকেশনের কাজ করতে পারে নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি বলেন, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অত্যন্ত সমৃদ্ধ গবেষণাগার রয়েছে। বারটানের পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে ধান গবেষণার পোস্ট হারভেস্ট বিভাগের সহায়তা নিতে পারে বারটান।

আলোচনা শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে GAIN এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. রুবাবা খন্দকার বলেন, বারটান এবং GAIN দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করছে। Wageningen University and Research (WUR) IFPRI ও CGIAR এর অর্থায়নে Sustainable Healthy Diets through Food Systems Transformation (SHiFT)' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বারটান দ্রুত এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এফএও এর মিজানুর রহমান বলেন, বারটান কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোনো কনসেপ্ট নোট পাঠালে সেটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে এফএও। জাতীয় পুষ্টি পরিষদের মহাপরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির বলেন, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সহ পুষ্টি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো বারটানের জনবল ও অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

কর্মশালার প্রধান অতিথি মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব,পিপিসি, কৃষি মন্ত্রণালয় তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, বারটানকে তার কর্মকাণ্ডের আলোকে কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন করে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রেরণ করতে হবে। দেশের অপুষ্টির মাত্রা নিরূপণ এবং খাদ্যাভাসের ডাটাবেজ প্রণয়নে বারটান কাজ করতে পারে। বারটানের গবেষকদের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে।

কর্মশালায় মোঃ খোরশেদ আলম, এনডিসি, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বারটান সহ পুষ্টি নিয়ে কাজ করা ৪০ জন সরকারি বেসরকারি অংশীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

যে কারণে কার্বোনেটেড সফট ড্রিংকস বর্জন করবেন

ড. মোঃ জামাল হোসেন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান, আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল

তাপদাহে ঠান্ডা কোমল পানীয় দেহমনে প্রশান্তি আনে। কিন্তু কোমল পানীয়তে তেমন কোন পুষ্টিগুন নেই বরং দেহের জন্য ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। নিয়মিত কোমল পানীয় খাওয়াতে দাঁতের, হাড়ের, পেশির, লিভারের জটিলতা দেখা দেয়। সকল বয়সের মানুষ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কোমল পানীয়ের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ক্যাফেইন। ক্যাফেইন একটি আসক্তির মাদক, যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। অত্যধিক ক্যাফেইন গ্রহণের ফলে বর্ধিত হারে মূত্রাশয় ও পাকস্থলীয় ক্যান্সার এবং উচ্চরক্তচাপ দেখা দেয়।

কোমল পানীযতে থাকে অতিরিক্ত চিনি। যার অতিরিক্ত ক্যালোরি শরীরে স্থুলতা বাড়ায় । আর এতে ওবেসিটিতে আক্রান্ত হয়। ওজন বাড়লে, যে সমস্যা গুলো হয়, যেমন ডায়াবেটিস্, চর্ম রোগ ও অগ্নাশয় জনিত রোগ। এটি ছাড়াও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কৃত্রিম মিষ্টিকারক হিসেবে কোমল পানীয়তে এসপারটেম, এসিসালফেম ও স্যাকারিন ব্যবহার করা হয়। যা স্মৃতি বিনষ্ট, মৃগীর খিচুঁনি, বমিভাব, ডায়রিয়া, অস্পষ্ট দৃষ্টি, মস্তিষ্কের ক্যান্সার, মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। এছাড়াও লিভার সিরোসিসের মত জটিল রোগ হতে পারে।

অতি মিষ্টি পানীয় অথবা অম্লস্বাদযুক্ত পানীয় পান করার পর দাঁত পরিষ্কার করলেও দাঁতের ক্ষতি হয়। ব্রিটেনে এক জরিপে দেখা গেছে যে, যারা নিয়মিত কোমল পানীয় পান করে তাদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ দাঁতের রোগে ভুগে।

কোমল পানীয় পান করলে দেহে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের অভাব ঘটতে পারে।

এতে ফসফরিক এসিডের ফসফরাস মানুষের পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে বদহজম, গ্যাস এবং পাকস্থলীর স্ফীতির সৃষ্টি করে।

কোমল পানীয়ের সংরক্ষণ মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কার্বনিক এসিড, বেনজয়িক এসিড বা সোডিয়াম বেনজয়েট দেয়া হয়। এগুলো হাঁপানি, ফুসফুসের প্রদাহের কারণ । যা ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত এবং কর্মক্ষমতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কোমল পানীয় সংরক্ষণ সালফার ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয়, যা রক্তিমাভা, মূর্ছাভাব, ত্বক স্ফীতি, মাংসপেশী ফোলা, দুর্বলতা, বুকের টান টানভাব এর কারণ ঘটায়। হাঁপানিগ্রস্ত রোগীর হাঁপানি বাড়ায়।

রঙিন কোমল পানীয় বেশি ক্ষতিকর। কারণ ব্যবহৃত কৃত্রিম রঙ মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। এটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারক এজেন্ট।

কোমল পানীয়কে ঠান্ডা রাখার কিংবা বরফে রূপান্তরিত না হতে পারে সেজন্য ইথাইলিন গ্লাইকোল দেয়া হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ আর্সেনিকের মতোই ধীর ঘাতক।

তাই কোমল পানীয় পরিবর্তে, প্রতিদিন ২.৫ – ৩ লিটার নিরাপদ পানি পান করি, এছাড়াও ঘরোয়া ভাবে তৈরিকৃত বিভিন্ন সরবত ও মৌসুমি ফলের জুস খেতে পারি।

আসুন আমরা কোমল পানীয় পরিহার করি এবং সুস্থ্য থাকি।

নভেম্বরে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে ১৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

০৩ (তিন) দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, শিক্ষা বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -এর দপ্তরসমূহ ইত্যাদি) সাথে সম্মিলিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

উক্ত প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণী অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও বারটান-এর চলমান বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বস্তিবাসী, প্রবাসী শ্রমিক, তৈরি পোশাক শ্রমিকের মধ্যে ১ (এক) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যাভাস, দেশীয় পুষ্টিকর খাবার (যেমন- ফল, শাক-সবজি), খাবারের পুষ্টিমান সংরক্ষণ করে রান্না তথা পুষ্টির অপচয় রোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিয়য়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করবে।

০৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের স্থান	প্রশিক্ষণের তারিখ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সির নাম	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে	৩ দিন	সিরাজগঞ্জ (সদর)	০৭-০৯ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	**৬০ জন**
		রাজবাড়ী (পাংশা)	০৭-০৯ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৫৯ জন**
		রাজবাড়ী (গোয়ালন্দ)	০৭-০৯ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৬০ জন**
		গাইবান্ধা (সুন্দরগঞ্জ)	০৮-১০ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	**৬০ জন**
		বরিশাল (সদর)	১৪-১৬ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	**৬০ জন**
		নেত্রকোনা (সদর)	১৫-১৭ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোনা	**৬০ জন**
		গাইবান্ধা (সাঘাটা)	১৫-১৭ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	**৬০ জন**
		সিরাজগঞ্জ (কাজিপুর)	১৫-১৭ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	**৬০ জন**
		নোয়াখালী (সূবর্ণচর)	২১-২৩ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী	**৬০ জন**
		সুনামগঞ্জ (তাহিরপুর)	২২-২৪ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	**৬০ জন**
		ময়মনসিংহ (ফুলবাড়িয়া)	২২-২৪ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোনা	**৬০ জন**
		নাটোর (লালপুর)	২২-২৪ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	**৬০ জন**
		বরিশাল (সদর)	২৭-২৯ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	**৬০ জন**
		ঝিনাইদহ (সদর)	২৭-২৯ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, ঝিনাইদহ	**৬০ জন**
				মোটঃ	**৮৪০ জন**

০১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ:

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের স্থান	প্রশিক্ষণের তারিখ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সির নাম	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে	১ দিন	প্রধান কার্যালয়	০১ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
		প্রধান কার্যালয়	০২ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
		রংপুর (পীরগঞ্জ)	০২ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	**৩০ জন**
		বরিশাল (সদর)	০২ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	**৩০ জন**
		রংপুর (পীরগঞ্জ)	০৩ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	**৩০ জন**
		প্রধান কার্যালয়	০৩ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
		নোয়াখালী (সূবর্ণচর)	০৭ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী	**৩০ জন**
		ঝিনাইদহ (সদর)	০৮ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, ঝিনাইদহ	**৩০ জন**
		নোয়াখালী (সদর)	০৮ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী	**৩০ জন**
		নোয়াখালী (সূবর্ণচর)	০৯ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী	**৩০ জন**
		বরিশাল (সদর)	১০ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	**৩০ জন**
		আড়াইহাজার	১৭ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
		প্রধান কার্যালয়	১৭ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
		রংপুর (পীরগঞ্জ)	২২ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	**৩০ জন**
		রংপুর (পীরগঞ্জ)	২৩ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	**৩০ জন**
		বরিশাল (সদর)	২৩ নভেম্বর ২০২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	**৩০ জন**
		প্রধান কার্যালয়	২৮ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
		প্রধান কার্যালয়	২৮ নভেম্বর ২০২২	প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	**৩০ জন**
				মোটঃ	**৫৪০ জন**

বারটানে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বারটানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের গবেষণা পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারদিন ব্যাপী এই কর্মশালায় ২৯ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারটানের কর্মকর্তাদের উপস্থাপিত ১৬টি গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এই কর্মশালায়।

কর্মশালার প্রথমদিনে আলোচিত বিষয় ছিল প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত। সভায় পর্যালোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড মোহাম্মাদ মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বিবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, এসএসও, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা ও ড. মোঃ আলী আকবর ভূইঁয়া, পিএসও, বিএআরসি, ঢাকা। এদিন ৩টি গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে কৃষি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গুলো পর্যালোচনা করা হয়। এদিন উপস্থাপিত গবেষণা কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করেন ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (পুষ্টি), বিএআরসি এবং ড. মোঃ আবু কাউসার, এসএসও, বিএআরআই। এদিন ৩টি গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়।

তৃতীয় দিনে খাদ্য প্রযুক্তি ও পোস্ট হারভেস্ট বিষয়ক গবেষণাগুলো পর্যালোচনা করেন। তৃতীয় দিনে পর্যালোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আফজাল রহমান, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীন শিল্প বিভাগ, বাকৃবি, ড. আলী আকবর ভূইয়া, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, বিএআরসি ও ড. মো হাফিজুর হক খান, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বারি। এদিন ৫টি গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়।

শেষ দিনে পুষ্টি ও মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে উপস্থাপিত ৫টি গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন ড. মোঃ গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরআই, ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (পুষ্টি) বিএআরসি, ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, পিএসও, বিএআরআই ও ড. এম আকতারুজামান, অধ্যাপক আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপিত ১৬টি গবেষণার বিষয়ে পর্যালোচকগণ তাদের মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। তাঁদের সুপারিশ ও পরামর্শ সংবলিত করে গবেষণা প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।